উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 March 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.uttarbangasambad.in

শান্তি দাও, পাহাড়ে উন্নয়ন দেব

পাহাড়ে শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ ● দার্জিলিং

১৩ মার্চ ঃ ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম'। আর মঙ্গলবার পাহাড়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'গিভ মি পিস, আই উইল গিভ ইউ প্রসপারিটি'। অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে শান্তি দাও, আমি তোমাদের উন্নয়ন দেব'। পাহাড়ে লাগাতার অশান্তিই যে এখানে শিল্পের মূল অন্তরায় তা এদিন বারবার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে বহুমুখী শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এভাবে মাঝে মাঝে অশান্তি, বন্ধ হলে শিল্পপতিরা এখানে আসতে চাইবেন না।' পাহাড়ে শিল্পে আগ্রহীদের রাজ্য সরকার সবরকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত, সে কথাও বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এখানকার শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দের কথাও বলেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শিল্প সম্মেলনের উদ্‌বোধনী ভাষণে শিল্পপতিরাও আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চেয়ারম্যান এদিন দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকাকে 'ধর্মঘটমুক্ত' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, বিনয়কে দিয়ে পাহাড়কে 'ধর্মঘটমুক্ত' বলে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেওয়াটা আসলে মুখ্যমন্ত্রীরই সাফল্য।

মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিংয়ের ম্যালে দুদিনব্যাপী হিল বিজনেস সামিট শুরু হয়েছে। এদিন উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিল্পপতিদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ে গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার অশান্তির কথাই উঠে আসে। শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য পাহাড় সবসময়ই আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা। কিন্তু এখানে গত কয়েক বছর ধরে যে অশান্তি চলছে তা বন্ধ না হলে শিল্প স্থাপন করা সম্ভব নয়। তবুও এরই মধ্যে তাঁরা ঘুম এবং মকাইবাড়িতে দুটি হসপিটালিটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই দুটি প্রকল্পেই প্রথম পর্যায়ে ১৫০ কোটি টাকা করে মোট ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের ইচ্ছা রয়েছে। আমরা চাই হিংসা নয়, পাহাড়ের মানুষ শিল্প গড়তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।'

শিল্পপতি ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শান্তি না ফিরলে পাহাড়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না।' ক্যাভেন্টার্স এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মায়াঙ্ক জালান, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য শিল্পপতিরাও বিনিয়োগের আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। জিটিএ চেয়ারম্যান বিনয় তামাং বলেন, 'পাহাড়ে শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। আমরা পাহাড়কে ধর্মঘটমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করছি।' স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বিনয় বলেন, 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস, জিটিএ মিনস গ্রোথ।'

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ১৭ মিনিটের বক্তব্যে বারবারই পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকার যে কতটা আগ্রহী তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগে কখনও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে কেউ ভাবেনি। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বছরে আমরা এখানকার উন্নয়নে জোর দিয়েছি। পাহাড়ের ভাই-বোনের রোজ গারের ব্যবস্থা, এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্প না হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। তাই জিটিএ-র দাবিমতো আমরা এখানে প্রথমবার শিল্প সম্মেলন করছি। পাহাড়ে তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যান পালন, ডেয়ারি সহ নানা প্রকল্প হতে পারে। কিন্তু সবার আগে স্থায়ীভাবে শান্তি ফেরাতে হবে। অশান্তি দেখলে শিল্পপতিরা আসতে চাইবেন না। তাই জিটিএ সহ যারা পাহাড়ে রয়েছেন, এখানকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সকলকেই পাকাপাকিভাবে শান্তি ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দুদিন পরপরই বন্‌ধ, অবরোধ, আগুন জ্বালানোর ঘটনা বন্ধ করতে হবে। গত বছরের আন্দোলনে পাহাড়ে যে শুধুমাত্র চা শিল্পেই

এরপর নয়ের পাতায়

হবিবপুরে পুড়ে একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৩ মার্চ ঃ শাশুড়ি-পুত্রবধূর নিত্যদিনের ঝগড়ার জেরে মৃত্যু হল তিনজনের। অভিযোগ, ঝগড়ার কারণে শিশুসন্তানের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হন মা। এই রেশ কাটতে না কাটতেই একইভাবে আত্মঘাতী হন শাশুড়িও। এমনই অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার অন্তর্গত ঋষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে। মৃতরা হলেন নিরুপা দাস (২৪) ও আড়াই বছরের শিশুসন্তান অর্ণব দাস। এছাড়াও মৃত্যু হয় শাশুড়ি শ্রীমতী দাসের (৭০)। সমস্ত ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রামবাসীদের কথায়, প্রথমে গৃহবধূ নিরুপা দাস তাঁর আড়াই বছরের শিশুসন্তান অর্ণবকে নিয়ে বন্ধ ঘরে গায়ে আগুন দেন। সেই সময় ওই গৃহবধূর স্বামী শংকর বাড়িতে ছিলেন না। পাড়া প্রতিবেশীদের সব চেষ্টার পরেও মৃত্যু হয় দু'জনের। ঘটনার প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে হঠাৎই ঘরে ঢুকে গায়ে আগুন দেন ওই গৃহবধূর শাশুড়ি শ্রীমতী দাস। প্রতিবেশীদের সব চেষ্টা বিফল করে মৃত্যু হয় তাঁরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় মানুষজন পুলিশকে জানান, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর নিত্যদিনই ঝগড়া ঝামেলা লেগেই থাকত। সম্ভবত এদিনও ঝগড়া বিবাদের জেরেই এই আত্মহত্যার ঘটনা। পুলিশ সব জেনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৩টি মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা যায়, হবিবপুর ব্লকের কৃষ্ণনগর বুড়িতলা গ্রামের বাসিন্দা শংকর দাস। তিনি পেশায় ফেরিওয়ালা। পাঁপড়, চকোলেট ইত্যাদি গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করেন। বাড়িতে রয়েছেন তাঁর মা শ্রীমতী দাস এবং স্ত্রী নিরুপাদেবী ও আড়াই বছরের শিশুসন্তান অর্ণব। বাড়িতে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর নিত্যদিনের ঝামেলা লেগেই থাকত। প্রায়ই হত ঝগড়া। এদিন গৃহবধূর স্বামী শংকরবাবু সকালেই নিজের পেশার তাগিদে বেরিয়ে পড়েন। কথা ছিল আজ তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন। আধার কার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বুলবুলচণ্ডী যাবেন। সেই মতো তিনি বাড়ি ফিরে স্ত্রী,সন্তান ও মায়ের মৃত্যু দেখে ভেঙে পড়েন। তিনি পুলিশকে জানান, গতকালও অনেক রাত পর্যন্ত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিলখুশ পাঁপড় তৈরি করেন পরের দিন বিক্রির জন্য। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সদ্‌ভাব ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও তাঁর মায়ের ঝগড়া বিবাদ হত। কিন্তু এভাবে স্ত্রী, সন্তান, মায়ের মৃত্যু হবে, তা ভাবতেও পারছেন না।

পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে পুড়ে মৃত নিরুপা দাস ও তাঁর পুত্র অর্ণব এবং গৃহবধূর শাশুড়ি শ্রীমতী দাসের মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই জানা গেছে।

মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে এক গ্রামবাসী জানান, যদিও, পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ির ঝগড়া প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। এই নিয়ে প্রতিবেশীরা ক্ষুব্ধও ছিলেন। বারবার সাবধান করেও কোনো ফল মেলেনি। সম্প্রতি শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া চরমে ওঠে। এদিন সকালেও শাশুড়ি শ্রীমতীদেবী পুত্রবধূ নিরুপাকে অপমানজনক কথাবার্তা বলেন। সম্ভবত সেই কারণেই এদিন সকাল ৭টা নাগাদ নিরুপাদেবী নিজের

এরপর নয়ের পাতায়

জননী সুরক্ষার টাকা পাচ্ছেন না প্রসূতিরা

সুচন্দন কর্মকার ● কালিয়াগঞ্জ

১৩ মার্চ ঃ ব্যাংকের অসহযোগিতায় গত ৬ মাস ধরে জননী সুরক্ষার টাকা পাচ্ছেন না কালিয়াগঞ্জের প্রচুর সংখ্যক প্রসূতি। দিনের পর দিন টাকার খোঁজে হাসপাতালে এসে ঘুরতে হচ্ছে প্রসূতি এবং তাঁদের পরিবারের লোকজনকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী যে সময় একাধিক সুযোগসুবিধা দিচ্ছেন এরাজ্যের প্রসূতি মায়েদের, সেই সময় জননী সুরক্ষার টাকা ব্যাংকে দীর্ঘদিন আটকে আছে বলে অভিযোগ খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। এক-দুজনের নয়, কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের অধীনে প্রায় ৮৫০ জন প্রসূতির টাকা আটকে আছে ব্যাংকে।

মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ এসজি হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা পুরপ্রধান কার্তিক পাল শহরের ইউবিআই ব্যাংকের বিরুদ্ধে এই অসহযোগিতার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন। এদিন দুপুরে হাসপাতাল সুপার রজতশুভ্র হালদারের সঙ্গে এনিয়ে বৈঠক হয় আরকেএস চেয়ারম্যানের। এরপর ক্ষুব্ধ পুরপ্রধান ফোনে কথা বলে দ্রুত টাকা ছাড়ার অনুরোধ জানান কালিয়াগঞ্জের ইউনাইটেড ব্যাংকের ম্যানেজারকে। প্রসূতির প্রাপ্য জননী সুরক্ষার টাকা এভাবে দিনের পর দিন ব্যাংক আটকে রাখায় চরম ক্ষুব্ধ পুরপ্রধান। তিনি বলেন, এভাবে চলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যনীতির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজনে ব্যাংক বদল করা হবে। এই ইস্যুতে মানুষের কাছে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এরজন্য দায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত এই ব্যাংক। আরকেএস চেয়ারম্যান জানান, ২০১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রসূতিদের জন্য বরাদ্দ টাকা ছাড়তে হাসপাতালের তরফে নির্দেশ পাঠানো হলেও এখনো সেই টাকা যায়নি প্রসূতিদের অ্যাকাউন্টে। ফলে এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্যে নষ্ট হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে সন্তান প্রসব হলে মায়েদের অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা দেয় সরকার। শহরের জন্য টাকার পরিমাণ ৯০০। প্রসব পরবর্তী মা ও শিশুসন্তানের পরিচর্যার জন্য এই টাকা দিয়ে থাকে সরকার। সময়

এরপর নয়ের পাতায়

গাছে মায়ের দেহ, দেওয়া হল না পরীক্ষা

রায়গঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রীর মাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো রায়গঞ্জ থানার বাহিন পঞ্চায়েতের লহুজ গ্রামে। মায়ের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে আর পরীক্ষা দিতে যেতে পারল না ওই ছাত্রী। মৃতার নাম পদ্মরানি দাস (৩২)। এদিন সকালে বাড়ির কাছে এক আমগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেলে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। মৃতার মেয়ে ববিতা দাস বলেন, 'একবছর আগে বাবা সূর্যমোহন দাস রাজস্থানে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর পারিবারিক অশান্তির কারণে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত আমার মাকে। সোমবার রাতে এই রকমই এক অশান্তি নিয়ে স্বপন দাস নামে এক প্রতিবেশী অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিষয়টি অপছন্দ হওয়ায় জেগেই ছিল ববিতা। রাতে লোডশেডিং হওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে ববিতা। এদিন ভোরে ঘুম ভাঙলে মাকে আর বিছানায় পায়নি। সকালে মায়ের সন্ধানে পাশের গ্রামে মামার বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে যায়। সেখানেও মাকে না পেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সে। পরীক্ষার জন্য যাওয়ার পথেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে বলে তোর মায়ের দেহ ফাঁস লাগানো অবস্থায় আমগাছে ঝুলছে। সে খবর শুনেই পরীক্ষা না দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে ববিতা। ববিতার অভিযোগ, তার মাকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ বা কারা। ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি তুলেছে ববিতা। পদ্মারানি দেবীর মৃতদেহ দেখে এলাকাবাসীর অভিযোগ, মৃত্যুর পেছনে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

এরপর নয়ের পাতায়

শিশু পাচার কাণ্ডে জেরা কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে

ইন্দোর, ১৩ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির হোম থেকে শিশু পাচারের ঘটনার তদন্তে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে জেরা করল পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি। পুলিশ সূত্রে খবর, সিআইডির একটি দল ইন্দোরে গিয়ে সোমবার শিশু পাচারের ঘটনা নিয়ে কৈলাসকে জেরা করে। তবে জেরার জবাবে কৈলাস কী বলেছেন তা নিয়ে পুলিশ সরকারিভাবে কিছু জানাতে চায় না। এর আগে সিআইডি শিশু পাচারের ঘটনায় কৈলাসকে জেরা করতে চাইলে ইন্দোর হাইকোর্ট বলেছিল, জেরার প্রয়োজন হলে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে ইন্দোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারাই জেরার ব্যবস্থা করবে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নির্দেশ নিয়ে কৈলাসকে জেরা করতে সিআইডির অসুবিধা হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় কৈলাস বলেছেন, তিনি জুহি চৌধুরিকে চেনেন না। হোমের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কাউকে ফোন করেননি, কোনো সুপারিশও করেননি। পুলিশকে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে শিশু পাচারের মামলায় তাঁর নাম জড়াচ্ছে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যত দুর্বল হচ্ছে ততই আতঙ্কে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

২০১৫ সালের আগস্টে চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে শিশুদের দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়মের ঘটনা নজরে আসার পর রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। জলপাইগুড়ি সিডব্লিউসির সদস্যরা এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানান। এরপর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিআইডি-কে ওই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একমাস পরেই পুলিশ চন্দনা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। তারপর বিজেপি নেত্রী জুহি চৌধুরি সহ আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি আদালতে যে চার্জশিট পেশ করেছিল তাতে কৈলাসের পাশাপাশি বিজেপির সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাম ছিল। সিআইডি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে রূপার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং রূপা যথারীতি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ঝিনুকের মাংসের খোঁজে কুলিকে নেমে মৃত ২

বিশ্বজিৎ সরকার ● রায়গঞ্জ

১৩ মার্চ ঃ ঝিনুকের মাংসের খোঁজে নেমে কুলিক নদীতে ডুবে গেল দু'জন। তাদের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার শোকের ছায়া নেমে আসে রায়গঞ্জ থানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রুদ্রখণ্ড গ্রামে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রুদ্রখণ্ড গ্রামে সোনু দেবশর্মার বাড়িতে এসেছিল তাঁর জামাইবাবু স্বপন দেবশর্মা এবং মামা কানু দেবশর্মা। স্বপনবাবুর বাড়ি রায়গঞ্জের পানিশালা। কানু দেবশর্মা হেমতাবাদ থানার কোটাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাঁরা দুইজন এবং সোনু দেবশর্মা হেমতাবাদ থানার কোটাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাঁরা দুইজন এবং সোনু দেবশর্মার পরিবারের সদস্য বিপ্লব ঠিক করে ঝিনুকের মাংস খাওয়া হবে। সেই মতো তাঁরা ভিটিহার কুলিক নদী সংলগ্ন ব্রিজের পাশে ঝিনুকের খোঁজে নামে। আচমকাই তিনজন গভীর জলে পড়ে যায়। বিপ্লব কোনোমতে নদী থেকে উঠতে পারলে ও তাঁর মামা ও জামাইবাবু নদীতে তলিয়ে যান। নদীতে জাল ফেলে মৃত অবস্থায় মামা স্বপন দেবশর্মাকে উদ্ধার করা গেলেও হদিস মিলছিল না জামাইবাবু কানু দেবশর্মার। টানা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দুটি মৃতদেহই ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

হাসপাতালের ময়নাতদন্তের চিকিৎসক জানান, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে ময়নাতদন্ত করা সম্ভব নয়। এদিকে মৃত কানু দেবশর্মার মেয়ে রীতা দেবশর্মা শাসন হাইস্কুলের মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। তার পরীক্ষার সিট পড়েছে হেমতাবাদ থানার বাঙ্গালবাড়ি হাইস্কুলে। এদিন ছিল তার ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে বেরোনোর পরেই বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। -সংবাদ নিউজ সার্ভিস

নির্বাচনে টিকিট পেতে নেতাদের পিছনে ঘুরছেন সাধুরাও

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ ঃ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে এদেশে বহুদিন ধরেই বিতর্ক চলে। মুখে অবশ্য সকলেই বলেন, রাজনীতিতে এবং সরকার পরিচালনায় কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রভাব থাকা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবের ছবি অন্যরকম। যখনই ভোট আসে, তখনই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুদের দরজায় নেতাদের লাইন পড়ে যায়। নরেন্দ্র মোদি অথবা প্রণব মুখোপাধ্যায়, কারও ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখন বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় কার্যত একই পথ নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। কিন্তু উলটোটা কখনও দেখেছেন ? ভোটের টিকিট পাওয়ার জন্য ধর্মগুরুরা নেতাদের দরজায় লাইন দিচ্ছেন, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না।

এখন ভোটের মুখে কর্ণাটকের রাজনীতিতে যা শুরু হয়েছে তাকে এককথায় উলটপুরাণ বলাই যায়। কন্নড়ভূমে সাধু-সন্ন্যাসীরাই এবার টিকিট চেয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরে হত্যে দিতে শুরু করেছেন। অনেকে আবার রাজ নৈতিক দলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, টিকিট না পেলে নির্দল প্রার্থী হয়েই আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের টিকিট চেয়ে দরবারের নিরিখে বাকিদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদাহরণ সামনে আসছে। যোগী ১৯৯৮ সাল থেকে সংসদে ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান সন্ন্যাসী হন। তিনি ধর্মগুরু হওয়ায় উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে রাজনীতির আঙিনায় প্রভাব বাড়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। কর্ণাটকের ধর্মগুরুরা এখন সেই পথই অনুসরণ করতে চাইছেন। সেখানকার সন্ন্যাসীদের অনেকের দাবি, তাঁদেরও এবার সুযোগ দিতে হবে। বিজেপির কাছে উদুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠের অধীন শিরুর মঠের সাধু লক্ষ্মীবর তীর্থস্বামীর হুমকি, তাঁকে উদুপি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করতে হবে। না হলে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়াবেন। তাঁর প্রার্থীপদের বিরোধিতা করেছেন উদুপির প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রঘুপতি ভাট। গেরুয়া বসনধারী তীর্থস্বামীর ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা শুনে বিস্মিত বিশেষ তীর্থস্বামী সহ উদুপি মঠের অন্য সাধুরা। বিশেষ তীর্থস্বামী বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, উমা ভারতীর আধ্যাত্মিক গুরু। সাধুর সিদ্ধান্ত শুনে চোখ কপালে উঠেছে উদুপির বর্তমান বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী প্রমোদ মাধবরাজের। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা জানিয়েছেন, সাধুদের টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

লক্ষ্মীবর অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর বক্তব্য, 'সাধু-সন্ন্যাসীরা ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন না, এমন কথা কোথাও বলা আছে কি? আমরা অন্যদের তুলনায় অনেক ভালোভাবে মানুষের সেবা করতে পারব।' তাঁকে টিকিট না দিলে উদুপিতে যে বিজেপি জিততেও পারবে না সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছেন শিরুর মঠের সাধু। তিনি বলেন, 'বিজেপি বেঙ্গালুরু বা দিল্লির জন্য ঠিক আছে।

এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল – ৭৫.০০
ডিজেল – ৬৫.৩৫

সূত্র – ইন্ডিয়ান অয়েল তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম কমবেশি হবে।